সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১	বোঝাপড়া— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১—৬
২	অদ্ভুত আতিথেয়তা— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৭—১২
৩	চন্দ্রগুপ্ত — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৩—২০
৪	বনভোজনের ব্যাপার— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১—২৭
৫	সবুজ জামা— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮—৩১
৬	চিঠি— মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩২—৩৮
৭	পরবাসী— বিষ্ণু দে	৩৯—৪৪
৮	পথচল্‌তি— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৫—৫১
৯	একটি চড়ুই পাখি— তারাপদ রায়	৫২—৫৬
১০	দাঁড়াও— শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৫৭—৬১
১১	পল্লীসমাজ— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬২—৬৯
১২	ছন্নছাড়া— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭০—৭৬
১৩	গাছের কথা— জগদীশচন্দ্র বসু	৭৭—৮২
১৪	হাওয়ার গান— বুদ্ধদেব বসু	৮৩—৮৭
১৫	কী করে বুঝব— আশাপূর্ণা দেবী	৮৮—৯২
১৬	পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি— জীবনানন্দ দাশ	৯৩—৯৮
১৭	নাটোরের কথা— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৯—১০৫
১৮	গড়াই নদীর তীরে— জসীমউদ্দিন	১০৬—১১০
১৯	জেলখানার চিঠি— সুভাষচন্দ্র বসু	১১১—১১৭
২০	স্বাধীনতা— ল্যাংস্টন হিউজ	১১৮—১২২
২১	আদাব— সমরেশ বসু	১২৩—১৩০
২২	শিকল-পরার গান— কাজী নজরুল ইসলাম	১৩১—১৩৫
২৩	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৬—১৪৩
২৪	ঘুরে দাঁড়াও— প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	১৪৪—১৪৭
২৫	সুভা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৮—১৫৪
২৬	পরাজয়— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৫—১৬২
২৭	মাসিপিসি— জয় গোস্বামী	১৬৩—১৬৭
২৮	টিকিটের অ্যালবাম— সুন্দর রামস্বামী	১৬৮—১৭৪

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
২৯	লোকটা জানলই না— সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৭৫—১৭৮
৩০	পথের পাঁচালী— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯—২১০
৩১	দল	২১১—২১২
৩২	ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও ধারা	২১৩—২১৪
৩৩	বাক্যের ভাব ও রূপান্তর	২১৫—২১৭
৩৪	বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া	২১৮—২২০
৩৫	ক্রিয়ার কাল	২২১—২২৩
৩৬	সমাস	২২৪—২২৭
৩৭	সাধু ও চলিত	২২৮—২৩১
৩৮	বাংলা প্রবাদ	২৩২—২৩৪
৩৯	এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ	২৩৫—২৩৭
৪০	পত্রলিখন	২৩৮—২৪২
৪১	প্রবন্ধ রচনা	২৪৩—২৫৬

✦ এই বইয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব বিষয়টি হল, এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পেয়ে যাবে একজন **Digital Private Tutor**। এই বইয়ের সাথে যে স্মার্ট কার্ডটি ছাত্রছাত্রীরা পাবে, সেই কার্ডে থাকা কোড-এর মাধ্যমে **Learning App**-এর এই সাবজেক্টের ভিডিয়ো ক্লাসগুলি তারা দেখার সুযোগ পাবে। যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি টপিক, গ্রাফিক্স-অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে বুঝিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অর্থাৎ এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকছেন একজন **Digital Private Tutor**।

✦ এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ হল অধ্যায়ভিত্তিক **Mock Test** দেওয়ার সুযোগ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে ওই অধ্যায়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রশ্নপত্র পাবে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে **Learning App**-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের **Model Answer** ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে **Call** করো এই নম্বরে— **9903985050**

প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক ছোটো ছোটো ভিডিয়ো ক্লাসের আকারে বইয়ের বিষয়গুলি সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে এই Learning App-এ। ঝকঝকে গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত অ্যানিমেশন, সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভরসা। সম্পূর্ণ গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভাষা থেকে বিজ্ঞান, অঙ্ক থেকে ইতিহাস, ভূগোল সমস্ত বিষয়ের সিলেবাসভিত্তিক জ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের কাছে তাই এই Learning App হল অনলাইন শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ অ্যাপ। সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
বোঝাপড়া	১	ভূমিকা	05:55 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা-১	08:41 Mins
	৩	কবিতার ব্যাখ্যা-২	09:32 Mins
	৪	নামকরণের সার্থকতা	04:54 Mins
অদ্ভুত আতিথেয়তা	১	ভূমিকা	03:48 Mins
	২	পাঠ ও ব্যাখ্যা-১	09:31 Mins
	৩	পাঠ ও ব্যাখ্যা-২	06:51 Mins
	৪	চরিত্র আলোচনা	08:00 Mins
চন্দ্রগুপ্ত	১	ভূমিকা	02:45 Mins
	২	পাঠ ও ব্যাখ্যা-১	08:59 Mins
	৩	পাঠ ও ব্যাখ্যা-২	06:01 Mins
বনভোজনের ব্যাপার	১	ভূমিকা	03:47 Mins
	২	বিষয়বস্তু	06:10 Mins
	৩	চরিত্র, হাস্যরস, নামকরণ	04:54 Mins
সবুজ জামা	১	ভূমিকা	03:53 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	05:54 Mins
	৩	নামকরণ ও প্রকৃতিচেতনা	02:51 Mins
চিঠি	১	ভূমিকা	07:27 Mins
	২	পাঠ ও ব্যাখ্যা-১	03:43 Mins
	৩	পাঠ ও ব্যাখ্যা-২	04:25 Mins
	৪	পাঠ ও ব্যাখ্যা-৩	02:24 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	৫	পাঠ ও ব্যাখ্যা-৪	06:47 Mins
	৬	পাঠ ও ব্যাখ্যা-৫	06:16 Mins
পরবাসী	১	ভূমিকা	03:34 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	09:43 Mins
	৩	নামকরণ ও কবির মনোভাব	04:53 Mins
পথচল্‌তি	১	ভূমিকা	03:33 Mins
	২	রচনার বিষয়বস্তু	05:38 Mins
	৩	কথক চরিত্র	05:44 Mins
	৪	অন্যান্য আলোচনা	04:50 Mins
একটি চড়ুই পাখি	১	ভূমিকা	03:20 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	04:38 Mins
	৩	অন্যান্য আলোচনা	04:23 Mins
দাঁড়াও	১	ভূমিকা	03:00 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	07:43 Mins
	৩	মানবিক কবিতা, নামকরণ	02:26 Mins
পল্লীসমাজ	১	ভূমিকা	05:25 Mins
	২	বিষয়বস্তু	06:49 Mins
	৩	চরিত্র আলোচনা, গ্রাম, জীবন, নামকরণ	05:18 Mins
ছন্নছাড়া	১	ভূমিকা	01:43 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	07:02 Mins
	৩	চিত্রকল্প	06:11 Mins
গাছের কথা	১	ভূমিকা	03:55 Mins
	২	বিষয়বস্তু	06:35 Mins
হাওয়ার গান	১	ভূমিকা	04:00 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা-১	07:09 Mins
	৩	কবিতার ব্যাখ্যা-২	05:16 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
কী করে বুঝব	১	ভূমিকা	02:55 Mins
	২	বিষয়বস্তু	05:02 Mins
	৩	চরিত্র আলোচনা, নামকরণ	05:37 Mins
	৪	গল্পের বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা	06:32 Mins
পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি	১	ভূমিকা	03:33 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	08:15 Mins
	৩	প্রকৃতিচেতনা, সনেট	03:50 Mins
নাটোরের কথা	১	ভূমিকা	02:02 Mins
	২	বিষয়বস্তু	06:03 Mins
গড়াই নদীর তীরে	১	ভূমিকা	03:22 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	06:33 Mins
	৩	নামকরণ, প্রকৃতিচেতনা	05:46 Mins
জেলখানার চিঠি	১	ভূমিকা	03:49 Mins
	২	পরাধীনতার গ্লানি	05:51 Mins
	৩	কারা সংস্কার নিয়ে সুভাষচন্দ্রের মতামত	06:26 Mins
	৪	চিঠিতে সুভাষচন্দ্র বসুর সদর্থক চিন্তা	06:02 Mins
স্বাধীনতা	১	ভূমিকা	03:40 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	06:27 Mins
আদাব	১	ভূমিকা	03:49 Mins
	২	গল্পের ব্যাখ্যা	08:05 Mins
শিকল-পরার গান	১	ভূমিকা	03:34 Mins
	২	বিষয়বস্তু	08:25 Mins
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	ভূমিকা	04:04 Mins
	২	গল্পের বিষয়বস্তু	06:10 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
ঘুরে দাঁড়াও	১	ভূমিকা	01:29 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	04:35 Mins
সুভা	১	ভূমিকা	04:18 Mins
	২	গল্পের বিষয়বস্তু	07:50 Mins
পরাজয়	১	ভূমিকা	02:34 Mins
	২	বিষয়বস্তু	06:20 Mins
মাসিপিসি	১	ভূমিকা	02:20 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	05:54 Mins
টিকিটের অ্যালবাম	১	ভূমিকা	02:22 Mins
	২	বিষয়বস্তু	05:05 Mins
	৩	রাজাপ্পা চরিত্র	04:32 Mins
লোকটা জানলই না	১	ভূমিকা	02:19 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	05:33 Mins
পথের পাঁচালী	১	ভূমিকা	04:23 Mins
	২	পরিচ্ছেদ 1-4	06:09 Mins
	৩	পরিচ্ছেদ 5-8	04:59 Mins
	৪	পরিচ্ছেদ 9-12	06:27 Mins
	৫	পরিচ্ছেদ 13-16	05:00 Mins
	৬	পরিচ্ছেদ 17-18	02:52 Mins
	৭	পরিচ্ছেদ 19-22	05:49 Mins
	৮	পরিচ্ছেদ 23-27	05:48 Mins
দল	১	দল	06:32 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও ধারা	১	ধ্বনি পরিবর্তন	03:57 Mins
	২	ধ্বনির আগমন	07:57 Mins
	৩	ধ্বনির লোপ	07:32 Mins
	৪	ধ্বনি রূপান্তর	07:05 Mins
	৫	ব্যঞ্জনধ্বনি রূপান্তর	04:54 Mins
	৬	ধ্বনির স্থানান্তর	03:38 Mins
বাক্যের ভাব ও রূপান্তর	১	বাক্যের ভাব ও রূপান্তর (১ম পর্ব)	04:39 Mins
	২	বাক্যের ভাব ও রূপান্তর (২ম পর্ব)	07:31 Mins
বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া	১	পদ ও পদের প্রকারভেদ (বিশেষ্য পদ-১ম পর্ব)	04:41 Mins
	২	পদ ও পদের প্রকারভেদ (বিশেষ্য পদ-২য় পর্ব)	04:15 Mins
	৩	পদ ও পদের প্রকারভেদ (বিশেষণ পদ-১ম পর্ব)	05:24 Mins
	৪	বিশেষণ পদ (দ্বিতীয় পর্ব)	05:56 Mins
	৫	বিশেষণ পদ (তৃতীয় পর্ব)	06:38 Mins
	৬	সর্বনাম পদ (প্রথম পর্ব)	05:09 Mins
	৭	সর্বনাম পদ (দ্বিতীয় পর্ব)	03:25 Mins
	৮	সর্বনাম পদ (তৃতীয় পর্ব)	05:32 Mins
	৯	অব্যয় পদ (প্রথম পর্ব)	07:03 Mins
	১০	অব্যয় পদ (দ্বিতীয় পর্ব)	07:36 Mins
	১১	ক্রিয়াপদ	09:31 Mins
ক্রিয়ার কাল	১	ক্রিয়ার কাল, অতীত কাল	07:09 Mins
	২	বর্তমান কাল	05:12 Mins
	৩	ভবিষ্যৎ কাল	04:29 Mins
	৪	ক্রিয়ার ভাব	04:11 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
সমাস	১	ভূমিকা, সমাস ও সন্ধির পার্থক্য	06:08 Mins
	২	সমাসবদ্ধ পদ ও অন্যান্য	03:28 Mins
	৩	কর্মধারয় সমাস	11:16 Mins
	৪	তৎপুরুষ সমাস-১	07:03 Mins
	৫	তৎপুরুষ সমাস-২	06:18 Mins
	৬	দ্বন্দ্ব সমাস	04:53 Mins
	৭	বহুব্রীহি সমাস	09:10 Mins
	৮	দ্বিগু ও নিত্য সমাস	04:38 Mins
	৯	অলুক ও বাক্যাশ্রয়ী সমাস	06:44 Mins
সাধু ও চলিত	১	বৈশিষ্ট্য	05:59 Mins
	২	উদাহরণ	02:39 Mins
বাংলা প্রবাদ	১	প্রবাদ প্রবচন	05:22 Mins
এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ	১	এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ	02:47 Mins
পত্রলিখন	১	চিঠি	03:33 Mins
প্রবন্ধ রচনা	১	প্রবন্ধ রচনা	03:58 Mins

অধ্যায়ভিত্তিক ভিডিও সহায়িকা

কী আছে এই ভিডিও সহায়িকায় ? আছে প্রত্যেকটি অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের আলোচনা। পরীক্ষায় প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সেই সমস্ত ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করা হয়েছে এই ভিডিও সহায়িকায়। শুধু তাই না, ছাত্রছাত্রীদের যাতে না বুঝে মুখস্থ করতে না হয়, তাই সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা। এইসব অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে যাবে আমাদের অ্যাপের ভিডিও সহায়িকা বিভাগে। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দাবি পরীক্ষায় এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। স্মার্ট বুকের মধ্যে থাকা কোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের অ্যাপের এই ভিডিও সহায়িকা ব্যবহার করতে পারবে।

ভিডিও সহায়িকা পাওয়া যাবে অ্যাপের হোম পেজেই

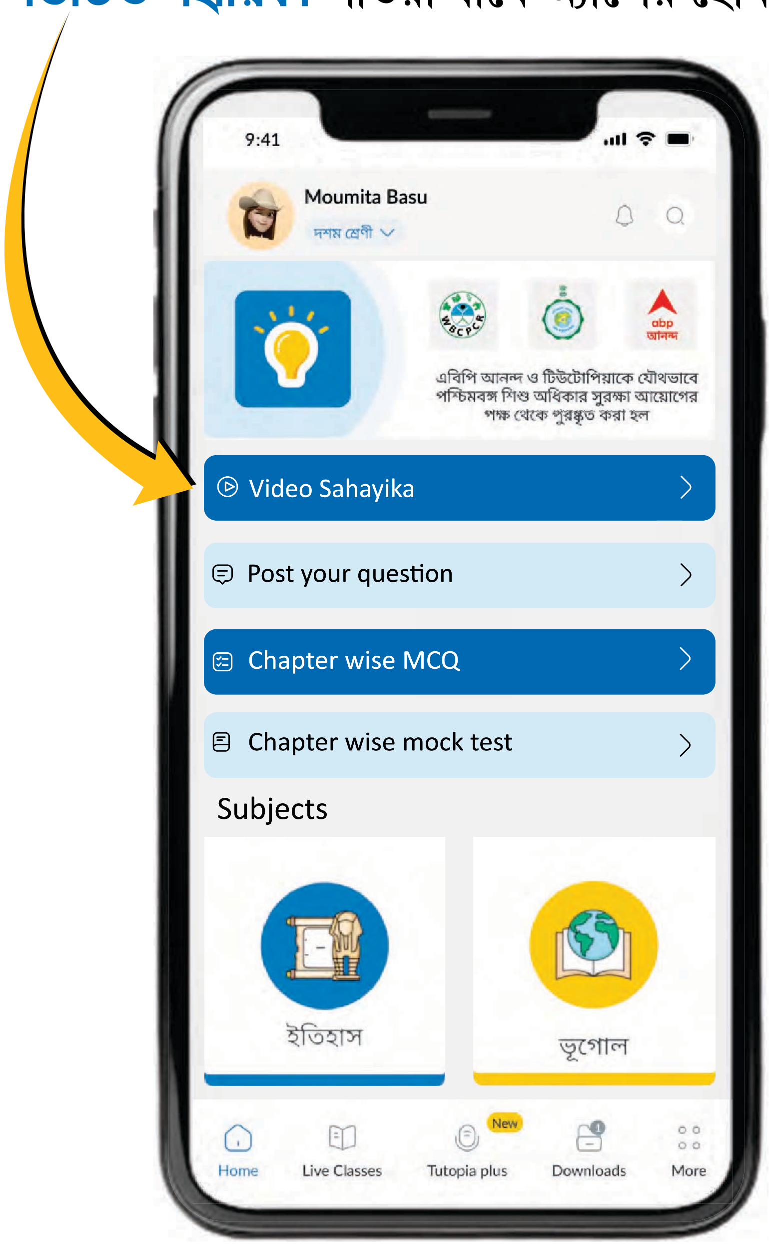

বোঝাপড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেক বাঙালির কাছে বিশেষ একটি নাম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৬১ সালের ৭ মে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচিত ছিলেন 'বিশ্বকবি' বা 'কবিগুরু' নামে।
- তাঁর কবিতাগুচ্ছ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।
- ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।
- তাঁর রচিত 'জনগনমন অধিনায়ক' ও 'আমার সোনার বাংলা' গান দুটি ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গীত হয়।
- ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ৮০ বছর বয়সে এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটে।
- **উৎস:** 'বোঝাপড়া' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ৫৯টি।

সারসংক্ষেপ

- পাঠ্যকবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি জীবনাভিজ্ঞতা যেখানে কবি এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন জীবনে ঘটে যাওয়া ভালো-মন্দ সকল ঘটনাকেই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সহজভাবে গ্রহণ করার কথা। জীবন কোনো সময়ই সোজা সরলপথে চলে না, আনন্দ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্যদিয়েই জীবন-সত্যকে চিনতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। তাই কবি মানবমনের উদ্দেশে আমাদের জীবনে ভালো-মন্দ যাই আসুক না কেন, সত্যকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন।
- এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের কাছে প্রিয় হবে এমনটা নয়। কেউ কারোর কাছে ভালোবাসা পাবে, আবার কেউ কারোর অপ্রিয় হবে। কারণ এটাই প্রকৃতির নিয়ম, জীবনের ধর্ম। কেউ নিজের সর্বস্ব অন্যের কাছে বিকিয়ে রেখেছে, আবার কেউ কোনো মূল্যেই নিজের সত্তাকে বিকোতে নারাজ। এটাই মানুষের চরিত্র। কারণ আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকেরে থেকে স্বতন্ত্র, আলাদা অনেকসময়ই আমরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য মানুষকে ঠকিয়ে নিজে ওপরে উঠি, আবার কালের চক্রের নিয়মে আমরাও কোনো সময়ে ঠকে যাই। এর থেকে রক্ষা পাওয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কারণ এই মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার খেলা নিরন্তর ঘটে চলেছে চক্রাকারে আদি কাল থেকে।
- অনেকটা কণ্টকিত পথ পেরোনর পর জীবনে যখন স্বস্তি আসে, তখন সেই স্বস্তির মধ্যেও বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। কারণ চরম নিশ্চিন্তের জায়গাতেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো শঙ্কা নেমে আসে। কিন্তু কবি এই ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলেছেন। এই ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়ে সত্যকেই কবি স্বীকার করে নেওয়ার কথাই বলেছেন। সে সত্য যতই কঠিন হোক না।
- কখন হয়তো কোন মানুষের থেকে আমরা জীবনে অনুপ্রেরণা পাই, আবার হয়তো কখনও আমরা অন্যের জীবন দুর্বিসহ হওয়ার কারণ হয়ে উঠি, এই জায়গায় দাঁড়িয়েও কবি বলেছেন তবুও ভালোবেসে আন্তরিকাতর সঙ্গে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এতে বৈপরীত্যের মধ্যেও সঠিক বন্ধু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তখন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যেন বাঁচার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে ওঠে।
- প্রিয় মানুষের বিয়োগে শোকে সাময়িক মর্মাহত হলেও, তারপরও বিশ্বপ্রকৃতি তার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। তাই তো কবি বলতে চেয়েছেন, জীবনের দুঃখ কষ্টকে বড়ো করে তুলে, ভাগ্যকে দায়ী করে, নিজের পায়ে কুড়ুল না মেরে অন্ধকার ঘরে আশার প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে। কারণ ভালোয়-মন্দে এই পৃথিবী। তাই সহজ সত্যকে স্বীকার করে অন্ধকারে আলোর সন্ধানই হোক আমাদের কাজ, এই বার্তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটির মধ্য দিয়ে দিতে চেয়েছেন।

Special Tips

- প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ৮ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন। সেই কবিতাটি পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, ১৮৭৪ সালে 'অভিলাষ' নামে প্রকাশিত হয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় দু'হাজার গান লিখেছিলেন। কবিতা ও গান ছাড়াও তিনি ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটোগল্প, ৩৫টি প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ এবং ৩৮টি নাটক রচনা করেছিলেন।

- ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।
- তাঁর রচিত 'জনগনমন অধিনায়ক' ও 'আমার সোনার বাংলা' গান দুটি ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গীত হয়।

১. অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও। মান-১

১.১ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত কোন্ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত লিখতেন?

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত লিখতেন।

১.২ ভারতের কোন্ প্রতিবেশী দেশে তাঁর লেখা গান জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়?

ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়।

১.৩ 'বোঝাপড়া' কবিতাটি কার লেখা?

'বোঝাপড়া' কবিতাটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

১.৪ 'বোঝাপড়া' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

'বোঝাপড়া কবিতাটি 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

১.৫ 'মনেরে আজ কহ যে,'— মনকে কী বলতে হবে?

মনকে বলতে হবে যে, ভালো-মন্দ যা-ই আসুক না কেন সত্যটাকে সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

১.৬ 'বোঝাপড়া' কবিতায় কবি সত্যকে কীভাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন?

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবি সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

১.৭ 'বোঝাপড়া' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কোন্ জিনিসটিকে সহজভাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন?

'বোঝাপড়া' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে-কোনো সত্য সহজভাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

১.৮ 'কতকটা এ ভবের গতি—" এই ভবের গতিক কীরকম?

এই ভবের গতিক অনুযায়ী সবাই সবার জন্যে নয়।

১.৯ কোন্ বিশেষ সময় থেকে পৃথিবীতে 'চলে আসছে এমনি রকম—'?

মান্ধাতার আমল থেকে পৃথিবীতে 'চলে আসছে এমনি রকম'।

১.১০ 'অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে' কোথায় এসে পৌছানো যায়?

'অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে' সুখের বন্দরে এসে পৌছানো যায়।

১.১১ সুখের বন্দরে কীভাবে যাওয়া যায়?

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে তবে সুখের বন্দরে যাওয়া যায়।

১.১২ 'মান্ধাতার আমল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

পুরাণ অনুসারে, মান্ধাতা ছিলেন প্রাচীনকালের সূর্যবংশীয় একজন রাজা। মান্ধাতার নামানুসারে তৈরি হয় 'মান্ধাতার আমল' বাগধারাটি। বহু প্রাচীনকালের অনুসঙ্গ বোঝাতে এই 'মান্ধাতার আমল বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়।

১.১৩ জলের তলে কী ছিল?

জলের তলে পাহাড় ছিল।

১.১৪ জলের তলায় থাকা পাহাড় কোথায় লাগল?

জলের তলায় থাকা পাহাড় বুকের অন্দরে লাগল।

১.১৫ পাঁজরগুলো কীভাবে কেঁপে ওঠে?

পাঁজরগুলো আর্তরব করে কেঁপে ওঠে।

১.১৬ 'সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়',—সবার চেয়ে শ্রেয় কী?

সবার চেয়ে শ্রেয় হলো ভেসে থাকতে পারা অর্থাৎ কোনো খারাপ পরিস্থিতিতে বা বিপদে ভয় পেয়ে সহজে ডুবে না যাওয়া।

১.১৭ কোথায় জাহাজ ডুবি হয়?

যেখানে কেউ শঙ্কা করে না, সেখানে জাহাজ ডুবি হয়।

১.১৮ 'তেমন করে হাত বাড়ালে'— হাত বাড়ালে কী পাওয়া যায়?

'তেমন করে হাত বাড়ালে' অনেকখানি সুখ পাওয়া যায়।

১.১৯ ভোরের আলো কেমন লাগে?

ভোরের আলো মধুর লাগে।

১.২০ 'মরণ এলে' কী মনে হয়?

'মরণ এলে' মনে হয় মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।

১.২১ কবিতায় 'বিধি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

কবিতায় 'বিধি' বলতে বিধাতাকে বোঝানো হয়েছে।

১.২২ মানুষের জীবনে আঁধার নেমে আসে কেন?

মানুষের নিজের দোষেই তার জীবনে আঁধার নেমে আসে।

১.২৩ কবি 'বোঝাপড়া' কবিতায় কার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে বলেছেন?

কবি 'বোঝাপড়া' কবিতায় নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে বলেছেন।

১.২৪ কবি আঁধার ঘরে কী জ্বালানোর পরামর্শ দিয়েছেন?

কবি আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

১.২৫ কবি 'বোঝাপড়া' কবিতায় কী ভুলে যেতে বলেছেন?

কবি 'বোঝাপড়া' কবিতায় কার সঙ্গে কতটুকু তফাত হলো সে কথাটা ভুলে যেতে বলেছেন।

১.২৬ 'মনেরে আজ কহো যে'— পংক্তিটি কবিতায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?

'মনেরে আজ কহো যে'— পংক্তিটি কবিতায় দুবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

১.২৭ 'মনেরে তাই কহো যে'— পংক্তিটি কবিতায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?

'মনেরে তাই কহো যে'— পংক্তিটি কবিতায় তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১.২৮ কবি 'বোঝাপড়া' কবিতায় কার সঙ্গে বোঝাপড়া করার কথা বলেছেন?

কবি 'বোঝাপড়া' কবিতায় মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করার কথা বলেছেন।

২. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও।
(ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী) **মান-২**

২.১ 'সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়' — কোন্‌টি সবার চেয়ে শ্রেয় ?

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, জীবনের যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে খারাপ সময়ে অথবা বিপদের সময়ে বিচলিত বা হতাশ না হয়ে, কারোর সঙ্গে অহেতুক বিবাদ না করে, সব কিছুর সঙ্গে বা সকল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই সবার চেয়ে শ্রেয়।

২.২ 'ঘটনা সামান্য খুবই' — কোন্ ঘটনার কথা বলা হয়েছে?

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবিগুরু বলেছেন, মানুষের জীবন অনিশ্চিত। মানুষের জীবনে অনেকসময়ই বহু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে কোনোরকম পূর্বাভাস ছাড়াই। এই ঘটনাগুলো মানুষকে দিশাহারা করে দেয়। অথচ সেইসব ঘটনা এমন নয় যে তা আর কারো জীবনে ঘটেনি। এইজন্যই কবি ব্যাপারটিকে সামান্য ঘটনা বলেছেন।

২.৩ 'তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি' — উদ্ধৃতিটির নিহিতার্থ স্পষ্ট করো।

প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোঝাপড়া' কবিতা থেকে গৃহীত। কবির মতে, ভালোমন্দ এই দুই মিলিয়েই পৃথিবী। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সেসব তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং আন্তরিকতার সঙ্গে হাত বাড়ালে যেমন বন্ধুর অভাব হয় না, তেমনি সব পরিস্থিতিতে সব কিছুকে অন্তর থেকে আপন করে নিয়ে সুখের সন্ধান পাওয়াও সম্ভব বলে কবি মনে করেন।

২.৪ "মরণ এলে হঠাৎ দেখি / মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো" — ব্যাখ্যা কর।

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ কখনো কখনো জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, তাই দুঃখ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ ভাবে মরণই ভালো। সে মনে করে মৃত্যুই সমস্ত দুঃখের অবসান করবে। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের বাঁচার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে জীবন বড়ো সুন্দর। তাই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে প্রতিটি মানুষই বাঁচার পথে এগিয়ে যায়। এটিই জীবনের ধর্ম।

২.৫ 'তাহারে বাদ দিয়েও দেখি / বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর' — উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে জীবনের কোন্ সত্য প্রকাশ পেয়েছে?

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবির মতে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে বিশ্বসংসার সদা পরিবর্তনশীল। তাই প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মানুষ শোকাহত হলেও সংসার কিন্তু তার স্বাভাবিক নিয়মেই চলে। তাই ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, মোহ-আসক্তির চেয়েও জীবন মহত্তর। জীবনের এই সহজ সত্যিটিই প্রশ্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদুটির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

২.৬ কীভাবে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বোঝাপড়া' কবিতায় মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়ার কথা বলেছেন। জীবনে সব ঘটনাই মানুষের মনের মতো হয় না, তার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে অনেক ফারাক থাকে। এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমাদের কাঙ্খিত নয়। জীবনের ধর্মই হল ভালোমন্দ যাই আসুক তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলা, সেক্ষেত্রে মনকে আগে শক্ত করা প্রয়োজন। অনভিপ্রেত ঘটনা, পরিবেশ, অসমর্থনযোগ্য ভাবনার সঙ্গে আপোস করে, বিচলিত মনকে শান্ত করে, সংযত করে জীবনের সাথে মনের বোঝাপড়া করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে।

২.৭ "দোহাই তবে এ কার্যটা / যত শীঘ্র পারো সারো" — কবি কোন্ কার্যের কথা বলেছেন? সেই কার্যটি শীঘ্র সারতে হবে কেন?

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবি বলছেন মিথ্যা অহংকার এবং আমিত্বে পূর্ণ মানুষ নিজেকে অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে ফেলছে। তাই ধীরে ধীরে একা হয়ে যায় সে। মানুষ যতোই নিজের ভুল বুঝতে পারবে ততই তার জন্য ভালো।

এ কার্যটা বলতে এই ভুল বুঝে নিজেকে শুধরে নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। এই কাজটা মানুষকে যত শীঘ্র সম্ভব সারতে হবে। জীবন একটাই। মানুষ নিজের ভুল শুধরে নিতে পারলে, তবেই সে বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। জীবনের সদর্থক অর্থ খুঁজে পেয়ে তার জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারবে।

২.৮ কখন আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো সম্ভব?

মানুষ তার ছোটো ছোটো আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা পূরণ না হওয়ার বেদনা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তাই জীবনে কেবল ব্যর্থতার হিসাব কষা, অন্যের পাওয়ার সঙ্গে নিজের না পাওয়ার তুলনা করা, হাহাকারে জীবন ভরিয়ে তোলা — এই সবের মধ্য দিয়েই জীবনকে আরো ব্যর্থতার মধ্যে নিয়ে যায়। কবি বলছেন, সেই বিষন্নতা-হাহাকারের উর্ধ্বে উঠে মানুষ যদি ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করে তবেই তার জীবনে বিপর্যয়ের মেঘ কেটে যাবে আর তখনই আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো সম্ভব।

২.৯ "অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি / এলে সুখের বন্দরেতে"—'ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আসা' বলতে কী বোঝো?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বোঝাপড়া' কবিতা অনুসারে জীবনের চলার পথ সহজ সরল নয় বরং তা বন্ধুর। জীবনের নানা ওঠা-পড়াকে অতিক্রম করলে তবেই মানুষের জীবনে সাফল্য আসে। চলার পথে জীবন অনেক রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। সেইসকল বাধাকে অতিক্রম করে তবেই মানুষ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। জাহাজ যেমন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নানা বাধাবিপত্তি কাটিয়ে বন্দরে এসে পৌঁছায়, মানুষের জীবনও ঠিক তেমনি। এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতা জয় করাকেই 'ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আসা' বলা হয়েছে।

২.১০ "তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি" — 'তেমন করে' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও। এখানে কবি কী ধরণের সুখের ইঙ্গিত করেছেন তা লেখো।

'তেমন করে' বলতে কবি আন্তরিকতার সঙ্গে বা মন থেকে বা প্রবল ইচ্ছা সহকারে জীবনটাকে উপভোগ করার কথা বলেছেন।

কবি কবিতায় এক অপার্থিব সুখের কথা বলেছেন, যা জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে। এই সুখ মানসিক সুখ। একমাত্র এই সুখ মানুষকে পূর্ণতা দান করতে পারে। সে দুঃখ-দুর্দশার বাইরে গিয়ে বিশ্বভুবনকে মস্ত বড়ো বলে চিনতে সেখে, তখনই তার মনে হয় মৃত্যুর চেয়ে জীবনই অধিকতর কাঙ্ক্ষিত বস্তু। অন্যের সুখেই নিজের সুখ খুঁজে পায় সে।

২.১১ "মনেরে আজ কহ যে,"— কবি মনকে কী বলতে বলেছেন?

'বোঝাপড়া' কবিতায় কবি বলেছেন, জীবনে ভালো বা মন্দ যা-ই আসুক না কেন তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। আনন্দে উন্মাদ হয়ে গেলে যেমন চলবে না, তেমনি দুঃখ-কষ্ট-ভয়-লজ্জা বা বঞ্চনায় ভেসে যাওয়াও যাবে না। সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। বাস্তবকে সহজভাবে মানতে শিখতে হবে।

২.১২ "বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম!"— জখমটা কীরকম?

যে-কোনো ব্যক্তি-বস্তু বা বিষয় এক-একজন মানুষের কাছে এক-একভাবে ধরা দেয়। কেউ কাউকে খুব ভালোবাসে, আবার সেই মানুষ অন্য কাউকে তীব্র ঘৃণা করে। আবার কখনো বা মানুষ একদিকে পায় সম্মান, অন্যদিকে হয় অসম্মান, অপমানিত। মানুষ মানুষকে প্রবঞ্চনা করতেও পিছপা হয় না। দুঃখ বা সুখ জীবনে চিরস্থায়ী নয়। ভাগ্যের বিবর্তনে উভয়ই জীবনে আসা-যাওয়া করে। তাই কবি কবিতায় বলেছেন যে, জীবনে সকল জখম বাঁচিয়ে চলা সম্ভব নয়। বাস্তবকে সহজভাবে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

২.১৩ "মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো/উঠল কেঁপে আর্তরবে" — এই কথা বলার কারণ কী?

মানুষ সুখী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যখন দুঃখের সামান্যতম আশঙ্কাও করে না তখন তার জীবনে দুঃখ আসে হঠাৎ ওঠা ঝড়ের মতো। এই হঠাৎ পাওয়া আঘাত যেন মানুষকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। এই ইঙ্গিত না পাওয়া আচমকা কষ্টের

বর্ণনা দিতেই কবি কবিতায় পাঁজরগুলোর আর্তরবে কেঁপে ওঠার কথা বলেছেন।

২.১৪ "আকাশ তবু সুনীল থাকে, মধুর ঠেকে ভোরের আলো"— ব্যাখ্যা করো।

মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবগত পার্থক্য থাকবেই। সেই ভেদবৈষম্য ভুলে গিয়ে এক মানুষের প্রতি অন্য মানুষ যদি সহযোগিতার ভালোবাসার হাতে বাড়িয়ে দেয় তবে দেশ-দুনিয়া বদলে যাবে। বদলে আসবে নিজের মনে-মানসিকতায়। বিশাল আকাশের মতো মনটাও হয়ে যাবে উদার। আর তখনই মানুষ উপলব্ধি করবে মিথ্যা এ হানাহানি-লড়াই-বিরোধ। আকাশ তো সুনীলই থাকছে। তার তো পরিবর্তন হচ্ছে না। আর পাশাপাশি ভোরের ওই আলোটাও মিষ্টি লাগবে কারণ মনে কোনো বিদ্বেষমূলক ভাবের অস্তিত্ব থাকবে না।

২.১৫ "ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে/কত টুকুন তফাত হলো।"— কোন্ তফাতের কথা এখানে বলা হয়েছে?

প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের চরিত্রগত, আর্থিক, সামাজিক পার্থক্য ঘটেই থাকে। এর থেকে জন্ম নেয় বিদ্বেষ-বৈষম্য যা মনের ওপর একটা বড়ো প্রভাব ফেলে। আহ্বান করে হিংসা-হানাহানির। জীবনে যে যা পেয়েছে তা-ই নিয়ে খুশি হতে পারলেই এই পার্থক্যগুলো ভুলে যাওয়া যেতে পারে। জীবনের ই তফাতটুকু ভুলে যেতে পারলেই সব মানুষকে সমান বলে মনে হবে। আর জীবনে পাওয়া যাবে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

৩.১ নীচের শব্দগুলির দল বিশ্লেষণ করে মুক্তদল ও রুদ্ধদল চিহ্নিত করো:

বোঝাপড়া — বো (মু)— ঝা(মু)— প(মু)— ড়া(মু)

কতকটা — ক (মু) — তক্ (রু) — টা (মু)

সত্যেরে — সত্ (রু) — তে (মু) — রে (মু)

পাঁজরগুলো — পাঁ (মু) — জর্(রু) — গু(মু) — লো(মু)

বিশ্বভুবন — বিশ্(রু) — শ(মু) — ভু(মু) — বন্(রু)

অশ্রুসাগর — অশ্(রু) — শ্রু(মু) — সা(মু) — গর্(রু)

৩.২ নীচের শব্দগুলির ক্ষেত্রে কী ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন ঘটেছে তা লেখো।

- সেইটে— সেইটা > সেইটে (স্বরসংগতি)
- করে— করিয়া > কইর‍্যা > করে (অভিশ্রুতি)
- পাঁজর— পঞ্জর > পাঁজর (নাসিক্যীভবন)
- কেঁদে— কাঁদিয়া > কাঁইদ্যা > কেঁদে (অভিশ্রুতি)
- খানিকটে— খানিকটা > খানিকটে (স্বরসংগতি)

শিক্ষকের পরামর্শ:

জীবনে ভালো বা খারাপ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হও না কেন নিজের ওপর ভরসা রেখে সেই পরিস্থিতি পেরিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া। জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। তবেই যেন জীবনে সাফল্য আসবে। শুধু সত্য সহজে গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করতে হবে।

বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন

১. 'কতকটা এভবের গতিক' —মর্মার্থ লেখো।

২. মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসা প্রবাহমান রীতিগুলি লেখো।

৩. কবি 'কাহার সঙ্গে/ কতটুকুন তফাত হলো' —তা ভুলে যেতে বলেছেন কেন?

৪. 'বোঝাপড়া' কবিতায় কবির মূল অভীপ্সা কী?

৫. 'সুখ' পাওয়ার প্রকৃত রসায়ন কী? কবির ভাবনা অনুযায়ী লেখো।

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা

বোঝাপড়া

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ১৫**

১। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো। ১ × ৫ = ৫

১.১ মানুষের জীবনে কেন আঁধার নেমে আসে?

(ক) নিজের দোষে (খ) কপাল খারাপ হলে

(গ) সিদ্ধান্তহীনতায় (ঘ) সামাজিক কারণে

১.২ সবার চেয়ে শ্রেয় কী?

(ক) ডুবে যাওয়া (খ) মরে যাওয়া

(গ) আন্দোলন করা (ঘ) ভেসে থাকতে পারা

১.৩ সঠিকভাবে হাত বাড়ালে অনেকখানি কী পাওয়া যায়?

(ক) শান্তি (খ) ভালোবাসা

(গ) আদর (ঘ) সুখ

১.৪ কবি মনের সাথে কী করে নিতে বলেছেন?

(ক) মেলামেশা (খ) কথাবার্তা

(গ) বোঝাপড়া (ঘ) আলাপচারিতা

১.৫ ভোরের আলো কেমন লাগে?

(ক) সুন্দর (খ) ভালো

(গ) মন্দ (ঘ) মধুর

২। কমবেশি ২০টি শব্দে উত্তর দাও। ১ × ৭ = ৭

২.১ 'কতকটা এ ভবের গতিক'—এ ভবের গতিক কীরকম?

২.২ 'মরণ এলে' কী মনে হয়?

২.৩ 'বোঝাপড়া' কবিতায় কবি সত্যকে কীভাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন?

২.৪ 'মান্ধাতার আমল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২.৫ 'মন রে আজ কহ যে'—মনকে কী বলতে হবে?

২.৬ সুখের বন্দরে কীভাবে যাওয়া যায়?

২.৭ কবিতায় বিধি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

৩। কমবেশি ৬০টি শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ৩ = ৩

৩.১ 'সত্যরে লও সহজে' কবি এই ভাবনায় কীভাবে উপনীত? কবিতা অনুসারে লেখো।

৩.২ 'যত শীঘ্র পারো সারো'—কোন্ কার্য? শীঘ্র সারতে হবে কেন?

এই অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে Learning App-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের Model Answer ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে Call করো এই নম্বরে— 9903985050